উচ্চ থেকেও উচ্চতম ব্রাহ্মণ কুলের উচ্চ সম্মান রক্ষা করো

আজ বাপদাদা সেই সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দেখছেন, যাদের বাবার প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে মিলনের শুদ্ধ আকাঙ্খা আছে । এই সময়েই বাপদাদাকে তাঁর সাথে মিলনের শুদ্ধ ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল বাচ্চাদের দিতেই হয় । সমুখ যে মিলন, তা বিশুদ্ধ ভক্তি যে করে, সেও লাভ করতে পারেনা । কিন্তু একবার বাবার পরিচয় পেয়ে গেলে অর্থাত্ জ্ঞানের আধারে বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ জুড়ে গেলে তখন জ্ঞান স্বরূপ বাচ্চাদের অধিকারের আধারে তাদের শুভ ভাবনা, জ্ঞান স্বরূপ ভাবনা, (পিতা ও সন্তানের) সম্বন্ধের আধারে মিলনের ভাবনার ফল সামনাসামনি বাবাকে দিতেই হয় । তোমাদের অর্থাত্ আত্মাদের আকুল কামনায় বাপদাদা, বাবার সাথে মিলনের জন্য জ্ঞানবান বাচ্চাদের মাঝে এসেছেন । অনেক ব্রাহ্মণ আত্মারা শক্তিস্বরূপ হয়ে, মহাবীর হয়ে সদা বিজয়ী আত্মা হওয়ায় বা সেইরকম সাহস ধরে রাখতে নিজেদের দুর্বল মনে করে, কিন্তু একটি বিশেষত্বের কারণে তারা বিশেষ আত্মাদের লিস্টে এসে যায় । কোন্ বিশেষত্ব ? তাদের বাবাকে খুব ভালো লাগে আর নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ জীবনও ভালো লাগে । ব্রাহ্মণ পরিবারের সংগঠনে যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আছে তা' মনকে আকৃষ্ট করে । বিশেষত্ব শুধু এই যে, তারা বাবাকে পেয়েছে, পরিবার পেয়েছে, পবিত্রতার গন্তব্যে পৌঁছানোর দিশা পেয়েছে এবং তাদের জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানানোর সহজ সহায় পেয়েছে । এরই ভিত্তিতে মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষায়, ভালোবাসার সহায়তায় তারা চলতেই থাকে । যেমনই হোক, সম্বন্ধ জুড়ে যাওয়ার কারণে সেই সম্বন্ধের ভিত্তিতে তারা তাদের উত্তরাধিকার রূপে স্বর্গের অধিকার লাভ করে ; কারণ যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতা, এই বিধির প্রমাণ স্বরূপ তারা দেবপদ প্রাপ্তির অধিকার লাভ করে নেয় । সত্যযুগকে বলাই হয়ে থাকে দেবতাদের যুগ । রাজা বা প্রজা যেই হোক, ধর্ম কিন্তু এক, দেবধর্ম । কারণ উঁচু থেকেও উঁচুতম বাবা যখন তোমাদের তাঁর বাচ্চা বানিয়েছেন, তখন প্রত্যেক বাচ্চাই তার জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে স্বর্গের উত্তরাধিকার, দেবতা হওয়ার অধিকার লাভ করে । ব্রহ্মাকুমার -ব্রহ্মাকুমারী হওয়া অর্থাত্ স্বর্গের বরসা প্রাপ্তির অধিকারে বিশেষ অবিনাশী স্ট্যাম্প লেগে যাওয়া । সারা বিশ্বে সকলের মধ্যে থেকে কতিপয় মাত্র আত্মা বেরিয়ে আসে, সুতরাং ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী হওয়া সহজ ব্যাপার মনে কোরোনা । ব্রহ্মাকুমার -কুমারী হওয়াতেই বিশেষতা এবং এই বিশেষত্বের কারণে তোমরা বিশেষ আত্মার লিস্টে এসে যাও । এই কারণে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হওয়ার অর্থ ব্রাহ্মণ কুলে, ব্রাহ্মণ সংসারে এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের পালকযুক্ত হওয়া । ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী হওয়ার পরে যদি তুমি কোনরকম সাধারণ কর্ম বা অতীতের কোনও কর্ম করতে থাকো, তাহলে তুমি শুধু একা তোমারই ক্ষতি করছনা, কারণ তুমি একা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নও বা তাদের থেকে আলাদা নও, তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য । সুতরাং ব্রাহ্মণ পরিবারের বদনাম বৃদ্ধির বোঝা তোমায় বইতে হবে । প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এটা কর্তব্য ব্রাহ্মণলোক-এর উঁচু সম্মান রক্ষা করা । তোমরা কত মনোযোগ দিয়ে জাগতিক নিয়ম নীতিকে রক্ষা করো । এমনকি কখনও কখনও লৌকিক রীতিনীতি বা লোকলজ্জা কোটি কোটিপতি হওয়া থেকে বঞ্চিত করে । তুমি নিজেও এটা অনুভব করো আর বলেও থাকো যে, তুমি সত্যিসত্যিই এটা করতে চেয়েছিলে কিন্তু তোমাকে অন্যের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হয় । তুমি এইরকমই বলো, তাই না ? সুতরাং তুমি খুব ভালোভাবে জানো যে, দুনিয়া অনেক জন্মের প্রাপ্তি থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে, কিভাবে তোমার হীরেসম বর্তমান জীবনকে কড়িসম ব্যর্থ বানায়, এটা খুব ভালোভাবে জানা সত্বেও, তবুও সেসবের পরিবর্তে লৌকিক দায়দায়িত্ব

সামলাতে তোমার কত মনোযোগ থাকে, তোমার কত সময় এনার্জি তুমি খরচ করে দিচ্ছ ! তাহলে কি এই ব্রাহ্মণ রীতিনীতি কোনও গুরুত্বপুর্ণ নয় ? তোমার লৌকিক কর্তব্য কর্ম পালন করতে গিয়ে তোমার নিজের ধর্ম অর্থাত্ ধারণা এবং স্মরণের শ্রেষ্ঠ কর্ম; তোমাদের ধর্ম, কর্ম দুইই বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছ ! কখনও কখনও তোমাদের বিশেষ আচরণের আগাম সতর্কতার ধারণা অর্থাত্ মনের ধর্মকে ছেড়ে দাও, কখনও পবিত্র দৃষ্টির ধর্ম ছেড়ে দাও । কখনও শুদ্ধ অন্নের ধর্ম ছেড়ে দাও । তারপর নিজের সমর্থনে তুমি অনেক গল্প তৈরি করো । তারপর তোমরা কি বলো ? না, তোমাদের সেটা করতেই হয় ! সমান্য দুর্বলতা সদাকালের জন্য তোমার ধর্ম-কর্ম ছাড়িয়ে দেয় । এমনকি লৌকিক পরিবারে কেউ তার ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দিলে তার সম্পর্কে কি মনে করা হয় ? জানো তোমরা ? এই ধর্ম-কর্ম কোনও সধারন পরিবারের নয় ! উঁচু থেকেও উঁচু চূড়া এই ব্রাহ্মণ কুল ! সুতরাং কোন্ জগতের বা কোন্ কুলের দায়িত্ব তোমরা পালন করতে যাচ্ছ ? তোমরা আবার কিছু কিছু স্বীকারও করো, আমি এটা করতে চাইনি, কিন্তু কাউকে খুশি করার জন্য করেছি ! এটা কি সম্ভব, যে জ্ঞান বিনা আত্মারা সদা খুশি থাকতে পারে ? কখনো খুশি, কখনো বিপর্যস্ত, এইরকম আত্মাদের কারণে তুমি তোমার ধর্ম-কর্ম পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছ ! যারা এই ধর্মের নয়, তারা ব্রাহ্মণ দুনিয়ার নয় । তুমি কতিপয় আত্মাকে খুশি করছ কিন্তু সর্বজ্ঞ বাবার আজ্ঞা অমান্য করছ ! তাহলে তুমি কি পেলে আর কি হারালে ? দুনিয়া তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে ! চারিদিকে জোরদারভাবে চিতার জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা হয়ে গেছে । জ্বালানিকাষ্ঠ অর্থাত্ প্রস্তুতি ! যতই তুমি ভাবো যে কাঠগুলো সরিয়ে আগুনের প্রস্তুতিই শেষ করে দেবে ততোই কাঠের উঁচু গাদা বেড়ে যায় । যেমন, তোমরা হোলিকা জ্বালাতে গেলে বড়দের সাথে ছোট ছোট বাচ্চারাও কাঠ জড়ো করে । এমনকি তারা তাদের নিজের বাড়ী থেকেও কাঠ নিয়ে আসে কারণ তাদের সেই আগ্রহ থাকে । অতএব, আজকাল ছোট শহরগুলো পর্যন্ত সাগ্রহে সহযোগিতা করছে । সুতরাং, এইরকম দুনিয়ার প্রতি নজর রাখতে গিয়ে নিজের অবিনাশী সেই ব্রাহ্মণ কুলকে ভুলে যাচ্ছ, যারা দেবতায় পরিণত হয় । তোমরা এমনতর বিস্ময়ের কাজ করো ! এই দায়িত্ব তোমরা কি পালন করছ নাকি হারিয়ে ফেলেছ ? সুতরাং ব্রাহ্মণ কুলের রীতিনীতিও তোমার স্মৃতিতে রাখো ।

কিছু কিছু বাচ্চা খুব দক্ষ, তারা পুরানো দুনিয়ার আচরণের সাথে চলতে চায়, আবার ব্রাহ্মণ কুলেও শ্রেষ্ঠ হতে চায় । বাপদাদা বলেন, লৌকিক কুলের দায়দায়িত্ব পালন করো, তারজন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দিয়ে নয় । তবুও, তুমি তোমার লৌকিক পরিবারের কর্তব্যকর্ম নিজের ধর্মকর্ম ছেড়ে দিয়ে যে করছ, সেটা রং । কি দক্ষতা তুমি প্রকাশ করছ ? তুমি ভাবছ, কেউ তো জানতে যাচ্ছেনা যে, বাবা নিজেই বলেন, যে তিনি জানিজাননহার (সবজান্তা) নন । নিমিত্ত আত্মারাও বা কি জানে ? সবসময় এইরকমই চলছে আর এইভাবে চলে তুমি মধুবনে পৌঁছেও যাও । সেবাকেন্দ্রেও তুমি নিজেকে লুকিয়ে সেবায় প্রসিদ্ধি লাভ করো । তুমি সামান্য সহযোগ করো আর সেই সহযোগের ভিত্তিতে তুমি নিজের জন্য একটা খুব ভালো সেবাধারীর টাইটেল কিনে নিচ্ছ ! কিন্তু জন্ম জন্মের শ্রেষ্ঠ টাইটেল সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ বিকারহীন এই অবিনাশী টাইটেল হারিয়ে ফেলছ । সুতরাং এটা সহযোগিতা দেওয়া নয়, বরং ভিতরে এক বাইরে এক, এই প্রতারণার বোঝা বয়ে নেওয়া । সহযোগী আত্মা হওয়ার পরিবর্তে বোঝা বওয়া আত্মায় পরিণত হয়ে যাও । যতই চাতুরী দ্বারা নিজেকে চালাও, কিন্তু এই চাতুরীর চলা, চলা নয়, চিল্লানোয় পর্যবসিত হয় । এইরকম ভেবোনা যে এই সেবাকেন্দ্র নিমিত্ত আত্মাদের স্থান । তুমি আত্মাদের ভুল বোঝাতে পারো, কিন্তু পরমাত্মার সামনে আত্মার কর্মের একের লক্ষগুণ বেশী হিসেবের খাতায় জমা হয়েই যায় । সেই

খাতা তুমি চালাতে পারবেনা, এই কারণে বাপদাদার এইরকম চাতুরী করা বাচ্চাদের প্রতি করুণা করেন । তবুও একবার 'বাবা' বলে তুমি ডেকেছ যখন বাবাও বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য শিক্ষা দিতে থাকেন । সুতরাং এইভাবে চাতুরী কোরোনা । অবিরত ব্রাহ্মণ কুলের দায়িত্ব কর্তব্য পূরণ করতে থাকো ।

বাপদাদা কর্ম এবং তার ফলের ঊর্ধ্বে । এই সময় ব্রহ্মাবাবাও এই স্থিতিতে আছেন । পরে হিসেবনিকেশের গণ্ডিতে আসতেই হবে । কিন্তু এই সময় ইনি বাবার সমান । এইজন্য তুমি যা করবে, যেভাবে করবে তা' নিজের জন্যই করবে । বাবা হলেন দাতা । যখন সবকিছু নিজের জন্য করছ, তার ফলও তুমিই পাচ্ছ, তাহলে তোমার কি করা উচিত্ ? সূক্ষ্ম বতন থেকে বাচ্চাদের নানারকম খেলা দেখে বাপদাদা মৃদু মৃদু হাসছেন । আচ্ছা ।

এমন ব্রাহ্মণ কুলদীপক, প্রকৃত ভালবাসায় সহযোগী এবং স্নেহশীল, সদাকালের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ ক'রে সত্যবাবার প্রকৃত স্নেহে অল্পকালের প্রাপ্তি ত্যাগ করে, এইরকম স্নেহশীল, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

১) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য কর্মযোগী হও

প্রত্যেক কর্ম করাকালীন, কর্ম বন্ধন থেকে পৃথক এবং বাবার অনুরাগী আত্মাদের মতো নিজেদের পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার এবং বাবা অনুরাগী অনুভব করো ? যারা কর্মযোগী হয়ে সব কর্ম করে, তাদের কোনও কর্ম বন্ধন থাকেনা, তারা সদা বন্ধনমুক্ত-যোগযুক্ত হয় । কর্মযোগী কখনো কারও ভালো বা খারাপ কর্মের প্রভাবে আসেনা । এইরকম হওয়া উচিত্ নয়, যখন তোমরা কারও ভালো কর্মের কানেকশনে আসছ, তোমরা খুশি হচ্ছ আর যখন কেউ ভালো কর্ম করছেনা সেইরকম কারও কানেকশনে আসছ, তোমরা ক্রোধান্বিত হচ্ছ বা তাদের প্রতি ঘৃণা বা ঈর্ষার উদ্রেক হচ্ছে । এটাও কর্মবন্ধন । কর্মযোগীর সামনে অন্য আত্মারা যেভাবেই আসুক তারা নিজেরা সদা পৃথক হয়েও প্রিয় হবে । তোমরা নলেজ দ্বারা জেনেছ যে, বর্তমানে যে যার পার্ট করছে । যে সবকিছু ঘৃণা করে এমন কাউকে তুমি ঘৃণা করলে সেটাও কর্মবন্ধন । যারা এইরূপ কর্ম বন্ধনে আছে তারা কখনো একরস স্থিতিতে থাকতে পারেনা । কখনও কোনো রসে তো কখনও অন্য রসে থাকে, এইজন্য সাক্ষী হয়ে ভালোকে ভালো দেখ এবং ক্ষমাশীল হয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে খারাপকে দেখ, পরিবর্তন করার শুভ ভাবনা থেকে সাক্ষী হয়ে দেখ । তাহলে এটা কিসের উপলব্ধি ? কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই জ্ঞান । জ্ঞানী কখনও বন্ধনপাশে আবদ্ধ হবেননা । সদা পৃথক অথচ প্রিয় । এইরকম নয়, কখনও পৃথক ভাবাপন্ন, তো কখনও অন্যের দ্বারা প্রভাবিত । নিরন্তর বিকর্মাজিত্ হওয়ার লক্ষ্য রাখো । তোমাকে কর্মবন্ধনের বিজয়ী হতে হবে । অনেককাল সময়ের এই অভ্যাসে অনেককালের প্রারব্ধ লাভ করতে সমর্থ হবে । তোমরা এখনও অনেক বিচিত্র অনুভব করবে । সুতরাং সদাসর্বদা পৃথক এবং সদাসর্বদা প্রিয় হও । এটাই বাবা সমান কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকার স্থিতি ।

বাপদাদা বড় বোনেদের বলছেনঃ

এই গ্রুপকে তুমি কোন্ গ্রুপ বলবে ? প্রথমে, শুরুতে তোমাদের সবার নিজের নিজের নাম ছিলো, এখন তোমার কি নাম হবে ? সদা বাবার সঙ্গী, সদা বাবার রাইট হ্যান্ড । তুমি তো এইরকমই গ্রুপ, তাই না ! বিনা হস্তে বাপদাদাও কিভাবে এত বড় স্থাপনার কাজ করবেন ? সুতরাং, স্থাপন-কার্যে তুমি হলে সেই বিশেষ হস্ত ! রাইট হ্যান্ডদেরই বিশেষ ভুজ থাকে । বাপদাদা সদা আদি রত্নদের রিয়েল গোল্ড বলে অভিহিত করেন । সব আদি রত্ন বিশ্বের স্টেজে বিশেষ পার্ট প্লে করছে । প্রত্যেক বিশেষ আত্মার বিশেষ পার্ট দেখে বাপদাদা পুলকিত । প্রত্যেকের ভ্যারাইটি অভিনেতার ভূমিকা; তারা সবাই তো একরকম হতে পারেনা । কিন্তু এইরকম অবশ্যই হয়, ড্রামা অনুসারে আদি রত্নদের বিশেষ পার্ট । প্রত্যেক রত্নের মধ্যে এক বিশেষ বিশেষত্ব আছে যার আধারে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ এবং সর্বদা এগিয়েই যাবে । সেই বিশেষত্ব কি তা' তোমরা নিজেরা যেমন জানো, অন্যেরাও জানে । তাসত্ত্বেও, তোমরাই বিশেষতা সম্পন্ন বিশেষ আত্মা !

বাপদাদা এইরকম আদি রত্নদের লাখ লাখ অভিনন্দন জানান, কারণ আদি থেকে তোমরা সহন ক'রে স্থাপনার কাজকে সাকার রূপে ক্রমবৃদ্ধি ঘটানোর নিমিত্ত হয়েছ । স্থাপনার কার্যে তোমাদের যা সহ্য করতে হয়েছিল, অন্যদের তা' করতে হয়নি । তোমাদের সহনশক্তির বীজ এই ফল উত্পাদন করেছে । তাই বাপদাদা আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দেখছেন, তোমরা একেকজন কত সহন করেছ আর কিভাবে তোমরা শক্তি রূপ দেখিয়েছ ! খেলাচ্ছলে তোমরা সবকিছু সহ্য করেছ ! সহনের রূপে কোনকিছু সহন করনি, খেলতে খেলতে সহনের পার্ট প্লে করার নিমিত্ত হয়ে নিজেদের হিরো পার্ট নির্ধারিত করে নিয়েছ । এইজন্য আদি রত্নদের নিমিত্ত হওয়ার এই পার্ট বাপদাদার সামনে থাকে । আর এর ফলস্বরূপ, তোমরা সব আত্মারা সদাকালীন অমর । নিজেদের পার্ট তোমরা বুঝতে পেরেছ তো ? কেউ যতই এগিয়ে যাক, কিন্তু তবুও ...তবুও বলতে হবে, সেই সময়ে । বাপদাদা জানেন, পুরানো বস্তুর মূল্য ! বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা ।

প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কোন্ কর্তব্যে সদা তত্পর থাকা উচিত্ ?

উত্তরঃ - তোমাদের সমর্থ হতে হবে এবং অন্যকেও সমর্থ বানাতে হবে, এই কাজে অনুক্ষণ তত্পর থাকতে হবে কারণ তোমরা অর্ধকল্প ধরে অনেক সময় নষ্ট করেছ ! এখন সময় হয়েছে শক্তিশালী হওয়া আর অন্যকেও সেইরকম বানানো । সুতরাং, ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ শব্দ, ব্যর্থ কর্ম সমাপ্ত করো; ফুল স্টপ ! পুরানো হিসেবের খাতা বন্ধ । জমা করার বিধি হলো, নিরন্তর সমর্থ থাকা কারণ ব্যর্থ থেকেই তো সময়, শক্তি এবং জ্ঞানের লোকসান হয়ে যায় ।

বরদানঃ- কোনও কার্য করাকালীন সদা হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজমান বেফিকর বাদশাহ্ ভব

যে সদা বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে থাকে সে নিশ্চিন্ত বাদশাহ্ হয়ে যায় কারণ এই আসনের বিশেষত্ব হলো, যারা সিংহাসনে বিরাজিত হবে সব বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত থাকবে । যেমন, আজকাল কোনো কোনো জায়গাতেও বিশেষ কিছু নতুনত্ব বা কিছু বিশেষত্ব আছে । হৃদয়-সিংহাসনের বিশেষত্ব হলো সেখানে কোনও চিন্তা আসেই না । হৃদয়-সিংহাসনের এই বরদান প্রাপ্ত হয়েছে । এইজন্য যে কোনও কাজ করাকালীন হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত থাকো ।

স্লোগানঃ- নম্বর এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, স্নেহ আর সহযোগের সাথে শক্তি রূপ ধারণ করো ।